শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাই স্কুল)

বিষয় - ইতিহাস

শ্রেণি -ষষ্ঠ

ষষ্ঠ অধ্যায় - সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ

একক- প্রথম থেকে অশোকের ধম্ম পর্যন্ত

আগের অধ্যায়ে তোমরা ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে মগধের শক্তিশালী হয়ে ওঠার কথা জেনেছো। পরবর্তীকালে চতুর্থ শতকে এই মগধকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে প্রাচীন ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য- মৌর্য সাম্রাজ্য। আজকে তোমরা এই মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান, বিস্তার, সম্রাটদের রাজত্বকাল এবং শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানবে।

আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গুলি হল:

সাম্রাজ্যঃ- একজন শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক শাসকের অধীনে একাধিক রাজ্য নিয়ে গঠিত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে সাম্রাজ্য বলে। সাম্রাজ্যের শাসককে বলে সম্রাট এবং সাম্রাজ্যের মহিলা শাসককে বলে সম্রাজ্ঞী।

ভারতীয় উপমহাদেশে আলেকজান্ডারের অভিযান

- গ্রিসের ম্যাসিডন রাজ্যের শাসক দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র ছিলেন আলেকজান্ডার।
- আনুমানিক ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ হিন্দুকুশ পর্বত বেরিয়ে তিনি ভারতে এসে পৌঁছান।
- আনুমানিক ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার ঝিলাম ও চেনাব নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত রাজা পুরুর রাজ্য আক্রমণ করেন। অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পুরুরাজ আলেকজান্ডারের কাছে হেরে যান। পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে অপূর্ব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে আলেকজান্ডার রাজা পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন।
- আনুমানিক ৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রণ-ক্লান্ত সেনাবাহিনী নিয়ে দেশে ফেরার পথে ব্যাবিলন শহরে মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয় ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের ফলে পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতা অনেক কমে যায়। ফলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে সেই রাজ্যগুলোকে পরাজিত করা খুব সহজ হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সময় মগধের সিংহাসনে ছিলেন নন্দ রাজারা। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, চাণক্য নামক পন্ডিতের সাহায্যে শেষ নন্দ রাজা ধননন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসনে বসেন। সিন্ধু উপত্যকার অধিকার নিয়ে গ্রিক সেনাপতি সেলুকাস নিকেটরের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে হেরে যান। উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় মেগাস্থিনিসকে তার দূত হিসেবে পাঠান। এইভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর রাজধানী।

মৌর্য যুগ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান -

- **মেগাস্থিনিস রচিত ইন্ডিকা**
- **কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্র**

মৌর্য সম্রাট অশোক

বিন্দুসারের পুত্র অশোক সিংহাসনে আরোহণের কয়েক বছর বাদে কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। ফলে অনুতপ্ত অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি যুদ্ধনীতি ত্যাগ করে ধম্ম নীতি গ্রহণ করেন ও তাঁর সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

অশোকের ধম্মে মূলত কতগুলি সামাজিক ও নৈতিক আচরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। এর মূলকথা হলো অহিংসা, (প্রাণী হত্যা বন্ধ করার উপর জোর দেওয়া হয়) দয়া, দান, সত্য কথা বলা, এবং গুরুজনদের মান্য করা। অশোক নিজেকে প্রজাদের পিতা এবং প্রজাদের নিজের সন্তান বলে মনে করে তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করতেন।

উল্লেখযোগ্য মৌর্য সম্রাটদের রাজত্বকাল

↓

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
(খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ থেকে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

↓

বিন্দুসার
(খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ২৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

↓

অশোক
(খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

↓

বৃহদ্রথ
(খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ থেকে ১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

মৌর্য শাসন ব্যবস্থা

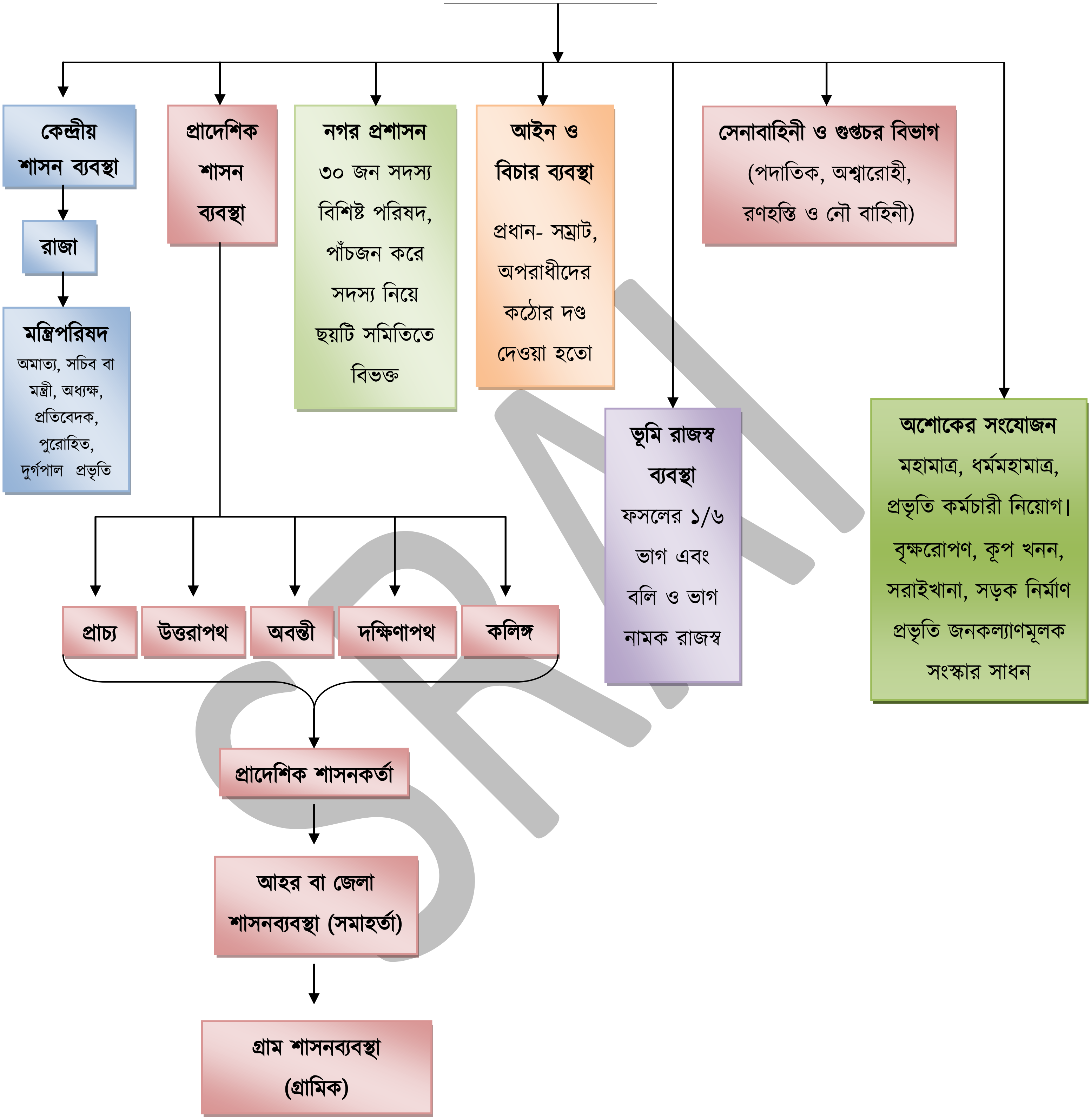

SRAI

WORKSHEET

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী।

১) একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও। **(প্রতি প্রশ্নের মান ১)**

১.১। আলেকজান্ডার কবে ভারত অভিযান করেন?

১.২। সিন্ধু উপত্যকার দখল নিয়ে গ্রীকদের সঙ্গে _______এর সংঘাত বাধে।(শূন্যস্থান পূরণ করো)

১.৩। আলেকজান্ডারের সেনাপতি ______ এর সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সন্ধি হয়। (শূন্যস্থান পূরণ করো)

১.৪। কে কবে মগধে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন?

১.৫। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানীর নাম কি ছিল?

১.৬। অর্থশাস্ত্র কে রচনা করেন?

১.৭। মেগাস্থিনিসের লেখা ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থটির নাম কি?

১.৮। বিন্দুসার কে ছিলেন?

১.৯। মৌর্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন?

১.১০।অশোকের জীবনের শেষ যুদ্ধ কোনটি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী।

২) দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও। **(প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)**

২.১। কবে, কিভাবে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়?

২.২। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান রূপে অর্থশাস্ত্রের গুরুত্ব কি?

উত্তরঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য বা বিষ্ণু গুপ্ত রচিত অর্থশাস্ত্র থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে নন্দ বংশের (ধননন্দ) সংঘর্ষ, মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, বৈদেশিক রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক, মৌর্য শাসন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক কাঠামো, আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, রাজস্ব ও গুপ্তচর ব্যবস্থা, রাজকর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

২.৩। অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর কেন যুদ্ধনীতির পরিবর্তে ধম্মনীতি গ্রহণ করেন?

২.৪। অরণ্যচর ও আটবিক কারা?

বিশ্লেষণধর্মী উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী।

৩।) সাত-আটটি বাক্যে উত্তর দাও। **(প্রতি প্রশ্নের মান ৪)**

৩.১। টীকা লেখো- আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান।

৩.২। অশোকের ধম্ম সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

ব্যাখ্যামূলক উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী।

৪) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। **(প্রতি প্রশ্নের মান ৮)**

৪.১। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নেতৃত্বে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪.২। মৌর্য শাসন ব্যবস্থার পরিচয় দাও।

SRAI

**** অধ্যায়টি বুঝতে কোন অসুবিধা হলে কমেন্ট বক্স করে নিজের নাম, শ্রেণীবিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা ও ফোন নম্বরসহ লিখে পাঠাও। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ফোনের মাধ্যমে সরাসরি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে।**